Bangla 2nd
Spring-23

১. প্রত্যয়যোগে শব্দগঠনের পাঁচটি প্রক্রিয়া উদাহরণসহ লেখ।

অথবা,

যেকোনো পাঁচটি শব্দের গঠন-প্রক্রিয়া লিখুন:

উপকথা, নিমরাজি, ত্রিভুজ, মানব, বিদ্যালয়, তন্বী, পকেটমার, মহোৎসব

২. তৎসম শব্দে প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

অথবা,

যেকোনো পাঁচটি শব্দের সঠিক বানান লিখুন:

আছওয়াদ, কটুক্তি, স্বলজ্জ, নিরবিচ্চিন্ন, বুদ্ধিজীবি, আকাঙ্খা, শ্রদ্ধাঞ্জলী, রেজিষ্ট্রেশন

৩. বাক্য কী? গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার? উদাহরণসহ লেখ।

অথবা,

বাক্যরূপান্তর করুন (যেকোনো পাঁচটি)

ক. মরতে তো একদিন হবেই। (প্রশ্নবাচক)

খ. তারা কি যাবে কোথাও? (অস্তিবাচক)

গ. বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হবে। (জটিল)

ঘ. সে সুন্দর গান গায়। (বিস্ময়)

ঙ. মন দিয়ে পড়ালেখা করা উচিৎ। (অনুজ্ঞা)

চ. কী বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবী! (নির্দেশাত্মক)

ছ. লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অশিষ্ট নয়। (সরল)

জ. ছেলেটি অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত। (যৌগিক)

৪. যে-কোনো পাঁচটি পরিভাষা দিয়ে বাক্য রচনা কর:

Bangla 2nd
Spring-23

Attested, Oath, Modernism, Hybrid, Key-note, Subsidy, Epitaph, Fiction

৫. যে-কোনো পাঁচটি প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ লেখ:

হাতীর পাঁচ পা দেখা, পেটে খেলে পিঠে সয়, রথ দেখা কলা বেচা, কপাল গুণে গোপাল ঠাকুর, কানা গরু

বামুনকে দান, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, যত দোষ নন্দঘোষ

• অথবা,

বাক্যশুদ্ধি করুন (যেকোনো পাঁচটি):

ক. সকল ছাত্রবৃন্দ পাঠে মনোযোগী।

খ. মাতাবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন।

গ. বমালশুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে।

ঘ. অনাথিনী মেয়েটি বড়ই অসহায়।

ঙ. দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।

চ. অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়।

ছ. সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।

জ. এখন তো তার দুরাবস্থা।

Solve this Bangla grammar problems and if you are having any problem in finding correct answer then cross check with bangla academy

১. প্রত্যয়যোগে শব্দগঠনের পাঁচটি প্রক্রিয়া উদাহরণসহ:

প্রত্যয়যোগে নতুন শব্দ গঠিত হওয়ার পাঁচটি প্রধান প্রক্রিয়া নিচে উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:

১. **বিশেষ্য থেকে বিশেষ্য:** কতগুলো প্রত্যয় বিশেষ্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন বিশেষ্য শব্দ তৈরি করে। * **আই:** ঢাকা + আই = ঢাকাই * **আনা:** বন্ধু + আনা = বন্ধু আনা * **ই:** তেল + ই = তেলি * **গিরি:** মোড়ল + গিরি = মোড়লগিরি * **ত্ব:** বন্ধু + ত্ব = বন্ধুত্ব

২. **বিশেষণ থেকে বিশেষ্য:** কিছু প্রত্যয় বিশেষণ শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য পদে রূপান্তরিত হয়। * **তা:** সরল + তা = সরলতা * **ত্ব:** মধুর + ত্ব = মাধুর্য * **ইমা:** নীল + ইমা = নীলিমা * **অ:** সুন্দর + অ = সৌন্দর্য * **আই:** চওড়া + আই = চওড়াই

৩. **বিশেষ্য থেকে বিশেষণ:** কতগুলো প্রত্যয় বিশেষ্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন বিশেষণ তৈরি করে। * **আ:** মাটি + আ = মেটো * **ই:** গ্রাম + ই = গ্রামীণ * **ময়:** স্বর্ণ + ময় = স্বর্ণময় * **বান:** ধন + বান = ধনবান * **ওয়ালা:** গাড়ি + ওয়ালা = গাড়িওয়ালা

৪. **ক্রিয়া থেকে বিশেষ্য:** কিছু প্রত্যয় ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য পদ গঠন করে। * **অন:** কাঁদ + অন = কাঁদন * **আ:** চল + আ = চলা * **তি:** খা + তি = খাতি * **নি:** বাঁধ + নি = বাঁধনি * **আই:** লড় + আই = লড়াই

৫. **ক্রিয়া থেকে বিশেষণ:** কিছু প্রত্যয় ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে বিশেষণ পদ তৈরি করে। * **আ:** জাগ + আ = জাগা (যেমন: জাগা স্বপ্ন) * **অন্ত:** চল + অন্ত = চলন্ত * **উক:** লাজ + উক = লাজুক * **না:** কাঁদ + না = কান্না (যেমন: কান্না ভেজা চোখ) * **ত:** খা + ত = খ্যাত

অথবা, যেকোনো পাঁচটি শব্দের গঠন-প্রক্রিয়া:

- **উপকথা:** উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ। 'উপ' (ছোট বা ক্ষুদ্র অর্থে) + কথা = উপকথা।
- **নিমরাজি:** উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ। 'নিম' (অর্ধেক অর্থে) + রাজি = নিমরাজি।
- **ত্রিভুজ:** সমাসবদ্ধ শব্দ (সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি)। ত্রি (তিন) + ভুজ (বাহু) যার = ত্রিভুজ।
- **মানব:** কৃৎ প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ। মনু +ষ্ণ (অ) = মানব (তদ্ধিত প্রত্যয়)।
- **বিদ্যালয়:** সমাসবদ্ধ শব্দ (কর্মধারয়)। বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় (বিদ্যার আলয়)।
- **তন্বী:** তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ। তনু + ঈ = তন্বী।
- **পকেটমার:** সমাসবদ্ধ শব্দ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। পকেট মারে যে = পকেটমার।
- **মহোৎসব:** সন্ধিজাত শব্দ। মহা + উৎসব = মহোৎসব (আ + উ = ও)।

২. তৎসম শব্দে প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ:

তৎসম শব্দের প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম উদাহরণসহ নিচে দেওয়া হলো:

১. **রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না:** তৎসম শব্দে রেফের পরে কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ দুইবার লেখা হবে না। * **অশুদ্ধ:** কর্ম্ম, ধর্ম্ম * **শুদ্ধ:** কর্ম, ধর্ম

2. **ঋ-কার ও র-ফলার পরে মূর্ধন্য-ণ হবে:** ঋ-কার এবং র-ফলার পরে সবসময় মূর্ধন্য 'ণ' ব্যবহৃত হবে।
    - **অশুদ্ধ:** কৃন্তন, ব্রণ
    - **শুদ্ধ:** কৃন্তন, ব্রণ
3. **ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পরে ক, খ, গ, ঘ, প, ফ, ব, ভ, ম থাকলে সাধারণত মূর্ধন্য ষ হবে না:** ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পরে এই বর্ণগুলো থাকলে দন্ত্য 'স' ব্যবহৃত হয়।
    - **অশুদ্ধ:** দুঃসময়, নিঃপাপ
    - **শুদ্ধ:** দুঃসময়, নিঃপাপ
4. **কতগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য ষ হয়:** কিছু তৎসম শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ষ' ব্যবহৃত হয়, এর কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই।
    - ষোড়শ, আষাঢ়, ঊষা, ভীষণ, মানুষ
5. **সন্ধির ক্ষেত্রে ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পূর্বপদের ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে:** সন্ধির সময় যদি ক, খ, গ, ঘ থাকে, তাহলে পূর্বপদের শেষের 'ম্' অনুস্বার (ং)-এ পরিবর্তিত হয়।
    - **অশুদ্ধ:** কিম্+কর = কিঙ্কর
    - **শুদ্ধ:** কিম্+কর = কিংকর

অথবা, যেকোনো পাঁচটি শব্দের সঠিক বানান:

- আছওয়াদ - **আস্বাদ**
- কটুক্তি - **কটূক্তি**
- স্বলজ্জ - **সলজ্জ**
- নিরবিচ্চিন্ন - **নিরবিচ্ছিন্ন**
- বুদ্ধিজীবি - **বুদ্ধিজীবী**
- আকাঙ্খা - **আকাঙ্ক্ষা**

- শ্রদ্ধাঞ্জলী - **শ্রদ্ধাঞ্জলি**
- রেজিষ্ট্রেশন - **রেজিস্ট্রেশন**

৩. বাক্য কী? গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার? উদাহরণসহ লেখ।

বাক্য: এক বা একাধিক পদ মিলিত হয়ে যখন বক্তার সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে, তখন তাকে বাক্য বলে। একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক: আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা।

গঠন অনুসারে বাক্য প্রধানত তিন প্রকার:

১. **সরল বাক্য:** যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। * **উদাহরণ:** ছেলেটি বিদ্যালয়ে যায়। (এখানে 'ছেলেটি' কর্তা এবং 'যায়' সমাপিকা ক্রিয়া)

2. **জটিল বা মিশ্র বাক্য:** যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা একাধিক আশ্রিত খণ্ডবাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে। আশ্রিত খণ্ডবাক্যগুলো 'যে, যিনি, যখন, যেহেতু, যদি, যদিও' ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয় দ্বারা প্রধান খণ্ডবাক্যের সাথে যুক্ত থাকে।
    - **উদাহরণ:** যদি তুমি মনোযোগ দিয়ে পড়, তবে পরীক্ষায় ভালো করবে। (এখানে 'যদি তুমি মনোযোগ দিয়ে পড়' আশ্রিত খণ্ডবাক্য এবং 'পরীক্ষায় ভালো করবে' প্রধান খণ্ডবাক্য)
3. **যৌগিক বাক্য:** দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য কোনো সংযোজক (এবং, ও, আর), বিয়োজক (কিন্তু, বরং, তথাপি) বা বিকল্পবাচক (অথবা, কিংবা) অব্যয় দ্বারা যুক্ত হলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।
    - **উদাহরণ:** লোকটি ধনী, কিন্তু কৃপণ। (এখানে 'লোকটি ধনী' একটি সরল বাক্য এবং 'কৃপণ' আরেকটি সরল বাক্য যা 'কিন্তু' দ্বারা যুক্ত হয়েছে)

অথবা, বাক্যরূপান্তর করুন (যেকোনো পাঁচটি):

ক. মরতে তো একদিন হবেই। (প্রশ্নবাচক) * একদিন কি মরতে হবে না? / একদিন কি না মরে উপায় আছে?

খ. তারা কি যাবে কোথাও? (অস্তিবাচক) * তারা কোথাও যাবে।

গ. বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হবে। (জটিল) * যেহেতু বৃষ্টি নেই, তাই ফসল নষ্ট হবে। / যদি বৃষ্টি না হয়, তবে ফসল নষ্ট হবে।

ঘ. সে সুন্দর গান গায়। (বিস্ময়) * আহা! কী সুন্দর গান সে গায়! / সে কী সুন্দর গান গায়!

ঙ. মন দিয়ে পড়ালেখা করা উচিৎ। (অনুজ্ঞা) * মন দিয়ে পড়ালেখা করো।

চ. কী বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবী! (নির্দেশাত্মক) * এ পৃথিবী অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়।

ছ. লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অশিষ্ট নয়। (সরল) * অশিক্ষিত হলেও লোকটি অশিষ্ট নয়।

জ. ছেলেটি অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত। (যৌগিক) * ছেলেটি অসুস্থ এবং সেই জন্য অনুপস্থিত।

৪. যে-কোনো পাঁচটি পরিভাষা দিয়ে বাক্য রচনা:

- **Attested (সত্যায়িত):** দরখাস্তের সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতার **সত্যায়িত** অনুলিপি জমা দিতে হবে।
- **Oath (শপথ):** রাষ্ট্রপতি আজ বঙ্গভবনে **শপথ** গ্রহণ করবেন।
- **Modernism (আধুনিকতাবাদ):** বাংলা সাহিত্যে **আধুনিকতাবাদ** একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা।
- **Hybrid (সংকর):** বিজ্ঞানীরা ধানের নতুন **সংকর** জাত উদ্ভাবন করেছেন।
- **Key-note (মূল বক্তব্য):** সেমিনারের **মূল বক্তব্য** উপস্থাপন করবেন অধ্যাপক রহমান।
- **Subsidy (ভর্তুকি):** সরকার কৃষকদের জন্য সারের উপর **ভর্তুকি** প্রদান করছে।
- **Epitaph (সমাধি-লিপি):** অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির সমাধির উপর সুন্দর **সমাধি-লিপি** খোদাই করা আছে।
- **Fiction (কল্পকাহিনী): কল্পকাহিনী** সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা।

৫. যে-কোনো পাঁচটি প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ:

- **হাতীর পাঁচ পা দেখা:** গর্ব বা অহংকারের বশে ভুল বা অসম্ভব কথা বলা।
- **পেটে খেলে পিঠে সয়:** অভাবী মানুষ কষ্ট সহ্য করতে পারে।
- **রথ দেখা কলা বেচা:** বড় কোনো কাজের সুযোগে ছোট কাজ হাসিল করা।
- **কপাল গুণে গোপাল ঠাকুর:** ভাগ্য ভালো থাকলে অযোগ্য ব্যক্তিও সুবিধা লাভ করে।
- **কানা গরু বামুনকে দান:** নিজের অপ্রয়োজনীয় বা খারাপ জিনিস অন্যকে দেওয়া।
- **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল:** কোনো কাজ হওয়ার আগেই তার ফল ভোগ করার কল্পনা করা।
- **ধর্মের কল বাতাসে নড়ে:** অন্যায় বা পাপ গোপন থাকে না, কোনো না কোনোভাবে তা প্রকাশ পায়।

- **যত দোষ নন্দঘোষ:** কোনো ঘটনার জন্য একজনকে বিশেষভাবে দোষী করা।

অথবা, বাক্যশুদ্ধি করুন (যেকোনো পাঁচটি):

ক. সকল ছাত্রবৃন্দ পাঠে মনোযোগী। * **শুদ্ধ:** সকল ছাত্র পাঠে মনোযোগী। / ছাত্রবৃন্দ পাঠে মনোযোগী।

খ. মাতাবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন। * **শুদ্ধ:** মাতাবিয়োগে তিনি শোকাচ্ছন্ন। / মাতাবিয়োগে তিনি গভীর শোকে মগ্ন।

গ. বমালশুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে। * **শুদ্ধ:** চোরাই মালসহ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে। / বমাল চোর গ্রেপ্তার হয়েছে।

ঘ. অনাথিনী মেয়েটি বড়ই অসহায়। * **শুদ্ধ:** অনাথা মেয়েটি বড়ই অসহায়।

ঙ. দশচক্রে ঈশ্বর ভূত। * **শুদ্ধ:** দশচক্রে ভগবান ভূত।

চ. অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়। * **শুদ্ধ:** অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়।

ছ. সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন। * **শুদ্ধ:** সমুদয় সভ্য এসেছেন। / সভ্যগণ এসেছেন।

জ. এখন তো তার দুরাবস্থা। * **শুদ্ধ:** এখন তো তার দুরবস্থা।

Solved by Amdad